যুক্তরাষ্ট্রে গুলিতে নিহত নারী ছিলেন ট্রাম্পের সমর্থক

বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসি। পুলিশ জানিয়েছে ক্যাপিটল ভবনে সহিংসতায় এখন পর্যন্ত চারজন নিহত হয়েছেন। এর আগে পুলিশের গুলিতে এক নারী নিহত হন, পরে ‘মেডিকেল ইমার্জেন্সি’ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় আহত আরও তিনজনের মৃত্যু হয়। খবর ডেইলি মেইলের।

এদিকে, নিহত নারীর পরিচয় পাওয়া গেছে। অ্যাশলি ব্যাবিট নামের ওই নারী ছিলেন ট্রাম্পের কড়া সমর্থক। তিনি মার্কিন বিমান বাহিনীর সাবেক সদস্য। তাণ্ডব চালানোর সময় পুলিশের সাথে সহিংস সংঘর্ষের সময় তিনি নিহত হন বলে জানা গেছে। তবে ব্যাবিট কার গুলিতে নিহত হয়েছেন, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করছে।

এর আগে, অধিবেশন চলাকালে হঠাৎ করেই ট্রাম্প সমর্থকরা সেখানে তাণ্ডব শুরু করে। ভাঙচুরের পাশাপাশি সেখানে গোলাগুলিও হয়েছে। ওয়াশিংটনে জারি করা হয়েছে কারফিউ। এ ঘটনায় এখন পযন্ত ৫২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে- যাদের মধ্যে ৪৭ জনকে কারফিউ ভাঙার জন্য গ্রেফতার করা হয়।

বিক্ষোভে উত্তাল ওয়াশিংটন ডিসি, নিহত ৪

আমেরিকার আইন-প্রণেতারা যখন নভেম্বরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জো বাইডেনের জয় আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করার জন্য অধিবেশনে বসেছিলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শত শত সমর্থক তখন আমেরিকার আইনসভা কংগ্রেসের ভবন ক্যাপিটল-এ ঢুকে পড়ে।

দিনের শুরুতে হাজার হাজার ট্রাম্প সমর্থক “আমেরিকা বাচাও” নামক একটি গণজমায়েতে অংশ নিতে ওয়াশিংটনে আসে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এই

জনসভায় ভাষণ দিয়ে জো বাইডেনের বিজয় অনুমোদন করার বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন।
এরপর ক্যাপিটল হিলের ভেতরে নিরাপত্তা বাধা পেরিয়ে ঢুকে পড়েন ট্রাম্প সমর্থকরা। এ সময় বিক্ষোভকারীদের সাথে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কয়েকদফা সংঘর্ষ হয়।

ওয়াশিংটন ডিসি’র পুলিশ জানিয়েছে ক্যাপিটল ভবনে সহিংসতায় অন্তত চারজন নিহত হয়েছেন।

এর আগে পুলিশের গুলিতে এক নারী নিহত হন, পরে ‘মেডিকেল ইমার্জেন্সি’ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় আহত আরও তিনজনের মৃত্য হয়।

এ ঘটনায় এখন পযন্ত ৫২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে- যাদের মধ্যে ৪৭ জনকে কারফিউ ভাঙার জন্য গ্রেফতার করা হয়। সূত্র: বিবিসি

মার্কিন সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চলছে রুদ্ধশ্বাস লড়াই

যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে রুদ্ধশ্বাস লড়াই চলছে ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানদের মধ্যে। জর্জিয়ায় সিনেটের দুটি আসনে রান-অফ নির্বাচন ঘিরে চলছে এ লড়াই।

ওই দুই আসনে ডেমোক্র্যাট পার্টির জন অসফ ও রেভারেন্ড রাফায়েল ওয়ারনকের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন দুই রিপাবলিকান প্রার্থী ডেভিড পারডু ও কেলি লফলার।

এই চার প্রার্থীই কেউই নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৫০ শতাংশ ভোট পাননি। জর্জিয়ার নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী তাই সেখানে আবার ভোট হচ্ছে।

সিনেটে ১০০ আসনের মধ্যে রিপাবলিকানদের দখলে রয়েছে ৫২টি। স্থানীয় সময় মঙ্গলবারের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির দুই প্রার্থী জিতে গেলে সিনেটে দুই দলের ভোট সমান সমান হবে। এরপর ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসকে টাই

ব্রেকিং ভোট দিতে হবে।

অসফ ও ওয়ারনক দুজন জিতে গেলে হোয়াইট হাউস, সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভে ডেমোক্র্যাটদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

আর যদি রিপাবলিকানরা জয়ী হন তবে পরবর্তীতে ডেমোক্র্যাট প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে।

এবার আফ্রিকায় ভয়ঙ্কর ভাইরাসের সন্ধান

করোনার হানায় লণ্ডভণ্ড বিশ্ব। বিশ্বজুড়ে আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে আরও ভয়ংকর একটি ভাইরাসের সন্ধান পাওয়া গেছে আফ্রিকায়। ‘ডিজিজ এক্স’ নামের এই ভাইরাস শিগগিরই বিশ্বজুড়ে আরও ভয়াবহ মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন চার দশক আগে ইবোলা ভাইরাস সন্ধানী বিজ্ঞানী।

১৯৭৬ সালে ইবোলা ভাইরাস চিহ্নিত করার অন্যতম পথিকৃৎ বিজ্ঞানী ও গবেষক অধ্যাপক জাঁ-জ্যাক মুয়েম্বে তামফুম। মুয়েম্বে কিনসাসার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিকেল রিসার্চ (আইএনআরবি) পরিচালনা করে থাকেন। তিনি সতর্ক করে বলেছেন, মানবজাতি নতুন ও সম্ভাব্য বেশ কয়েকটি প্রাণঘাতী ভাইরাসের মুখোমুখি হতে পারে। আফ্রিকার ক্রান্তীয় রেইনফরেস্ট থেকে এসব ভাইরাস ছড়াতে পারে বলে জানিয়েছেন তিনি।

ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর দুর্গম একটি গ্রামে রক্তক্ষরণকারী জ্বরের লক্ষণে এক নারী আক্রান্ত হওয়ার পর ভীতি ছড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই সতর্কতা উচ্চারণ করেন তিনি।

সম্প্রতি আফ্রিকার দেশ রিপাবলিকান অব কঙ্গোর প্রান্তিক শহর ইনগেন্ডেতে এক নারীর শরীরে দেখা দিয়েছে অজানা জ্বর ও রক্তক্ষরণের উপসর্গ। এ নিয়ে গত মাসের শেষ দিকে (২৩ ডিসেম্বর) একটি প্রতিবেদন

প্রকাশ করে সিএনএন। মঙ্গলবার নতুন করে প্রতিবেদনটির আপডেট ভার্সন প্রকাশিত হয়।

প্রতিবেদন মতে, অসুস্থ হওয়ার পর একাধিক রোগের আশঙ্কায় ওই নারীকে ইবোলাসহ নানা ভাইরাসের খোঁজে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পরও কোনো নির্দিষ্ট জীবাণুকে চিহ্নিত করা যায়নি। এ কারণে অজানা এই উপসর্গকে ‘ডিজিজ এক্স’ বা এক্স অসুখ নামে চিহ্নিত করেছেন চিকিৎসকরা।

চিকিৎসকরা তার ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছেন। ওই নারীর পরিচয়ও আপাতত গোপন রাখা হয়েছে। তবে ভালো খবর হলো, এ রোগের চিকিৎসায় ইবোলার ভ্যাকসিনকেই প্রধান চিকিৎসার ওষুধ হিসেবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং তাতে আপাতত এই রোগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা যাচ্ছে।

তার চিকিৎসার দায়িত্বে থাকা ডা. দাদিন বোঙ্কোলে জানিয়েছেন, ‘যে কোনো সংক্রমণ আমাদের কাছে প্রথমে নতুন থাকে। সেটি করোনাভাইরাস হোক বা ইবোলা। এই অজানা রোগটিও আমাদের কাছে এখন নতুন। এ নিয়ে আমরা আতঙ্কিত’। বিশেষজ্ঞদের দাবি, অজ্ঞাতপরিচয় এই রোগ কোভিড-১৯ এর মতোই দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে।

সীমান্তে অভিনব অস্ত্র ব্যবহার করেছে চীন, অভিযোগ ভারতের

চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি সীমান্তে চীন এমন অস্ত্র ব্যবহার করেছে, যা প্রথাগত নয়। এমনটাই দাবি করল ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়।

মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টের দাবি, এর ফলেই সীমান্ত সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। ভারত বাধ্য হয় সীমান্তে ট্যাঙ্ক, বন্দুকধারী সেনা মোতায়েন করতে। ২০২০ সালে চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে এমনই পর্যবেক্ষণ ভারতীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক পর্যালোচনায় প্রকাশ পেয়েছে এই নতুন তথ্য।

ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পূর্ব লাদাখ সীমান্তে স্থিতাবস্থা জোর করে বদল করেছে চীন। তাদের উস্কানিমূলক আচরণ পরিস্থিতিকে আরও সমস্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারত গোলমাল নিয়ন্ত্রণে রাখতে চেয়ে ও পূর্ব লাদাখের শান্তি রক্ষায় কঠোর হয়েছে।

চীনের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে ভারত জানিয়েছে, ভারতীয় সেনা দুই দেশের মধ্যে সমস্ত নীতি ও চুক্তি মেনে চলেছে। কিন্তু চীনের সেনা পরিস্থিতিকে জটিলতার দিকে ঠেলে দিয়েছে অস্ত্র ব্যবহার করে ও বিপুল সংখ্যায় সেনা মোতায়েন করে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টে বলা হয়েছে, ‘‘২০ জন ভারতীয় সেনা সেই সময়ে চীনের অনুপ্রবেশ রুখতে গিয়ে সীমান্তে প্রাণ হারিয়েছেন। চীনেরও ক্ষতি হয়েছে।”

তবে এই ঘটনার দায় পুরোটাই চীনা প্রশাসনের উপর চাপিয়েছে ভারত।

বর্ষশেষের পর্যালোচনায় দেখা গিয়েছে, কীভাবে বছর শেষে চীন-ভারত সীমান্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে আগস্ট মাসের শেষের দিকে। চীনা সেনা ভারতীয় ভূখণ্ডে কীভাবে প্রবেশের চেষ্টা করেছে একাধিকবার, সেটিও রিপোর্টে বলা হয়েছে।

তবে পাশাপাশি রিপোর্টে এটাও বলা হয়েছে, শীতকালে যাতে সীমান্তে সমস্যা না হয়, শীতের সঞ্চয় সেই কারণে আগে থেকেই করা হয়েছে ওই সীমান্তে। চীনের সেনারা আবার কোনও সমস্যা করলে যাতে সীমান্তে ভারত মোকাবিলা করতে পারে, সেই বিষয়টিও নজরে রেখেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। যেকোনও পরিস্থিতির জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী তৈরি, তবে দু-দেশের মধ্যে আলোচনা চলছে সীমান্ত সমস্যা মিটিয়ে ফেলার জন্য। সূত্র: আনন্দবাজার

আফ্রিকায় ভয়ঙ্কর নতুন ভাইরাসের

সন্ধান, বিশ্বজুড়ে আরও ভয়াবহ মহামারীর আশঙ্কা!

মানবশরীরের পক্ষে মারাত্মক এখনও বেশ কিছু ভাইরাস বাসা বেঁধে রয়েছে আফ্রিকার বনে, যার জেরে বিশ্বে একাধিক মহামারী দেখা দিতে পারে। এমনই সতর্কবাণী দিয়েছেন চার দশক আগে ইবোলা ভাইরাস সন্ধানী বিজ্ঞানী।

তার সাবধান বার্তা উসকে দিয়ে সম্প্রতি কঙ্গো প্রজাতন্ত্রের প্রান্তিক শহর ইনগেন্ডেতে এক নারীর শরীরে দেখা দিয়েছে অজানা জ্বর ও রক্তক্ষরণের উপসর্গ। খবর ডেকান হেরাল্ড, সিএনএন ও হিন্দুস্তান টাইমসের।

সংবাদসংস্থা সিএনএন জানিয়েছে, অসুস্থ হওয়ার পর একাধিক রোগের আশঙ্কায় ওই নারীকে ইবোলা-সহ নানা ভাইরাসের খোঁজে অনেক পরীক্ষা- নিরীক্ষা করার পরও কোনও নির্দিষ্ট জীবাণুকে চিহ্নিত করা যায়নি। এই কারণে, অজানা এই উপসর্গকে ‘ডিজিজ এক্স’ বা এক্স অসুখ নামে চিহ্নিত করেছেন চিকিৎসকরা।

বিশেষজ্ঞদের দাবি, অজ্ঞাতপরিচয় এই রোগ কোভিড-১৯ এর মতোই দ্রুত ছড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু তার মারণ ক্ষমতা প্রায় ইবোলার মতো অর্থাৎ ৫০ থেকে ৯০ শতাংশ। যদিও ইবোলা সদৃশ উপসর্গে ভোগা ওই নারী আপাতত সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, অপ্রত্যাশিত ডিজিজ এক্স এই মুহূর্তে ধারণাভিত্তিক হলেও ব্যাপক সংক্রমণ ঘটলে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ অতিমারী দেখা দিতে পারে।

১৯৭৬ সালে ইবোলা ভাইরাস চিহ্নিত করার অন্যতম পথিকৃৎ অধ্যাপক জাঁ-জ্যাক মুয়েম্বে তামফুম জানিয়েছেন, “আমরা এমন এক পৃথিবীতে এখন বাস করছি, যেখানে নিত্যনতুন জীবাণু দেখা দিতে পারে। আর সেটাই মানব সভ্যতার পক্ষে আতঙ্কের।”

এই সমস্ত জীবাণু যে কোভিড-১৯ এর চেয়েও ভয়ঙ্কর সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হবে, তাও জানিয়েছেন এই অধ্যাপক।

মুয়েম্বের মতে, ভবিষ্যতে পশুদেহ বাহিত বেশ কিছু ভাইরাস মানবশরীরে

সংক্রমিত হয়ে ভয়াবহ রোগ ছড়াবে। বর্তমানে আমেরিকার ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় কিনশাসা শহরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সংস্থা চালান মুয়েম্বে।

সিএনএন-কে তিনি জানিয়েছেন, “যদি আফ্রিকা থেকে কোনও জীবাণু আত্মপ্রকাশ করে, তা হলে তা গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে সময় নেবে। নতুন ভাইরাস যদি তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে, তা হলে ইউরোপ ও সমগ্র বিশ্বে তার মোকাবিলায় নতুন কৌশল উদ্ভাবন করার সম্ভাবনা থাকবে।”

প্রসঙ্গত, কোভিড সংক্রমণ সৃষ্টিকারী সার্স কভ-২ ভাইরাস চীন থেকে উৎপন্ন হয় বলে মনে করা হয়। এই ভাইরাস আদতে বাদুড়-বাহিত বলে মত বিশ্বের অধিকাংশ বিজ্ঞানীর। পশুদেহ বাহিত ভাইরাস মানবশরীরে ছড়িয়ে পড়ার কারণ হিসেবে তারা অরণ্য উচ্ছেদ ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন।

এক নজরে জাতীয় সংগীতে পরিবর্তন আনা কয়েকটি দেশ

লিঙ্গবৈষম্য থেকে শুরু করে ভাবমূর্তি পরিবর্তন– এসব নানা কারণে বিভিন্ন দেশ তাদের জাতীয় সংগীতে পরিবর্তন এনেছে। সম্প্রতি জার্মানিতেও জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের প্রস্তাব উঠেছে।

অস্ট্রেলিয়া

প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসনের ঘোষণার পর ২০২১ এর ১ জানুয়ারি থেকে অস্ট্রেলিয়ানরা তাদের জাতীয় সংগীতের একটি ভিন্ন সংস্করণ গাইবেন। জাতীয় সংগীতে অস্ট্রেলিয়াকে আর ‘ইয়াং অ্যান্ড ফ্রি’ হিসেবে অভিহিত করা হবে না। আদিবাসীদের সুদীর্ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটানোর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এই পরিবর্তন।
জার্মানি

দেশটির সমতা বিষয়ক কমিশনার ক্রিস্টিন রোজে-ম্যোরিং জাতীয়

সংগীতে আরও বেশি লিঙ্গ সমতা আনার প্রস্তাব করেছেন। তিনি গানের যে অংশে ‘ফাটারলান্ড’ অর্থাৎ ‘পিতৃভূমি’ বলা হচ্ছে, সেখানে ‘হাইমাট’ অর্থাৎ ‘জন্মভূমি’ লেখার প্রস্তাব দিয়েছেন। তবে চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেলসহ অনেকে মনে করছেন, জাতীয় সংগীতে পরিবর্তন আনার প্রয়োজন নেই।

অস্ট্রিয়া

২০১২ সালে অস্ট্রিয়ার জাতীয় সংগীতে ‘ছেলেরা’-র জায়গায় ‘মেয়েরা এবং ছেলেরা’ লেখা হয়। উদ্দেশ্য লিঙ্গ সমতা আনা।

কানাডা

উত্তর আমেরিকার এই দেশটিও সম্প্রতি তাদের জাতীয় সংগীতকে আরও লিঙ্গ নিরপেক্ষ করেছে। সংগীতের দ্বিতীয় লাইনে ‘তোমার সব ছেলেরা’-র জায়গায় ‘আমরা সবাই’ লেখা হয়েছে।

নেপাল

২০০৮ সালে নেপালে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। তার আগের বছর নেপালে নতুন একটি গানকে জাতীয় সংগীতের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৬২ সালে গ্রহণ করা নেপালের আগের জাতীয় সংগীতে রাজতন্ত্রের প্রশংসা ছিল। তাই এতে পরিবর্তন আনা হয়।

আফগানিস্তান

দেশটিতে বেশ কয়েকবার জাতীয় সংগীতে পরিবর্তন আনা হয়। তালেবান শাসনামলে আফগানিস্তানে কোনও জাতীয় সংগীতই ছিল না। তালেবানের পতনের পর ২০০২ সালে পুরনো জাতীয় সংগীতকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। পরে ২০০৬ সালে তৎকালীন কারজাই সরকার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে জাতীয় সংগীতও পরিবর্তন করে।

রুয়ান্ডা

আফ্রিকার এই দেশটির কথা উঠলেই গণহত্যার কথা মনে পড়ে। ১৯৯৪ সালে মাত্র একশ দিনের মধ্যে সে দেশে পাঁচ থেকে ১০ লাখ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। গণহত্যা পরবর্তী রুয়ান্ডার ভাবমূর্তি গড়ে তুলতে দেশটি ২০০১ সালে একটি নতুন জাতীয় সংগীত বেছে নেয়।

দক্ষিণ আফ্রিকা

দেশটি ১৯৯৭ সালে আগের দু’টি জাতীয় সংগীত থেকে কিছু অংশ নিয়ে নতুন একটি জাতীয় সংগীত তৈরি করে। আফ্রিকান্স ও ইংরেজি ভাষায় গানটি রচিত। তবে আফ্রিকান্স ভাষার অংশটি বর্ণবাদ আমলে ব্যবহৃত জাতীয় সংগীতের অংশ হওয়ায় এর সমালোচনা করেন অনেকে। নেলসন ম্যান্ডেলা সেটি রিকনসিলিয়েটরি ব্যবস্থা হিসেবে বর্ণবাদ-পরবর্তী দক্ষিণ আফ্রিকার সংগীত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

রাশিয়া

ভ্লাদিমির পুতিন ২০০০ সালে রুশ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর ১৯৯০ সালের আগে ব্যবহৃত জাতীয় সংগীত ফিরিয়ে আনেন। তবে গানের কথায় কিছুটা পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৯০ সালে যে জাতীয় সংগীত গ্রহণ করা হয়েছিল তাতে কোনও কথা না থাকায় আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া অ্যাথলেটরা এর সমালোচনা করেছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, কথাবিহীন গান তাদের নাকি উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি। সূত্র: ডয়েচে ভেলে

মধ্যপ্রাচ্য থেকে মার্কিন সেনা বের করে দেওয়া হবে: হিজবুল্লাহ

লেবাননের ইসলামি প্রতিরোধ আন্দোলন হিজবুল্লাহর মহাসচিব সাইয়্যেদ হাসান নাসরুল্লাহ বলেছেন, ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসি’র কুদস ফোর্সের সাবেক কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল কাসেম সোলাইমানি হত্যার পর মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চল থেকে মার্কিন সেনা বহিষ্কারের দাবি দিনদিন জোরালো হয়েছে। এটি হচ্ছে জেনারেল সোলেমানিকে কাপুরুষোচিতভাবে হত্যা করার পর অন্যতম প্রতিক্রিয়া।

জেনারেল কাসেম সোলাইমানির হত্যার প্রথম বার্ষিক উপলক্ষে লেবাননের রাজধানী বৈরুত থেকে দেওয়া এক বক্তৃতায় হাসান নাসরুল্লাহ এসব কথা বলেন।

গত বছরের ৩ জানুয়ারি বাগদাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে

মার্কিন সন্ত্রাসী বাহিনী ড্রোন থেকে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে জেনারেল সোলাইমানিকে হত্যা করে। ওই হামলায় ইরাকের পপুলার মোবিলাইজেশন ইউনিট বা হাশদ আশ-শাবির সেকেন্ড ইন কমান্ড আবু মাহদি আল-মুহান্দিসসহ আরো কয়েকজন সঙ্গী নিহত হন। হত্যাকাণ্ডের পরপরই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দম্ভভরে ঘোষণা করেন যে, তার সরাসরি নির্দেশে এই হত্যাকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে।

হাসান নাসরুল্লাহ রবিবারের বক্তৃতায় বলেন, জেনারেল সোলাইমানি ছিলেন একজন বীর এবং আত্মোৎসর্গ, আনুগত্য ও নিপীড়িত জনগণকে রক্ষার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক আইকন।

আমেরিকা, ইসরায়েল এবং অন্য ষড়যন্ত্রকারী দেশগুলোকে উদ্দেশ করে হিজবুল্লাহ মহাসচিব বলেন, “যখন তোমরা আমাদের নেতাদের হত্যা কর তখন আমরা আমাদের অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে আরও বেশি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা হই। যারা মনে করে হত্যা, যুদ্ধ এবং গাড়িবোমা হামলা চালিয়ে আমাদেরকে দুর্বল করা তারা আসলে কল্পনার জগতে রয়েছে। আমেরিকা মনে করেছিল কাসেম সোলাইমানিকে হত্যা করে ইরান এবং প্রতিরোধ ফ্রন্টকে দুর্বল করে যাবে কিন্তু আমরা হচ্ছি সেই যোদ্ধা যারা হুমকিকে সুযোগে পরিণত করতে জানে।”

হাসান নাসরুল্লাহ বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে চরম উত্তেজনা চলছে এবং পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে মূল উদ্বেগ বিরাজমান। সোলাইমানির শাহাদাতের বার্ষিকীতে ইহুদিবাদী ইসরাইল ইরানের প্রতিশোধের ভয়ে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রয়েছে। প্রতিরোধ ফ্রন্ট সবসময় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সম্মান জানাবে। এ ক্ষেত্রে ইরান নিজেই তার প্রতিশোধ নেবে; তেহরানের সে শক্তি এবং সক্ষমতা আছে। এজন্য কোনো আলাদা সহযোগী দরকার নেই। যদি এই অপরাধের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে ইরানের মিত্ররা নিজেরাই তাদের সিদ্ধান্ত নেবে।”

দক্ষিণ আফ্রিকায় ডাকাতের

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

‘[redacted]’

[redacted]

[redacted]

“আমরা এ অঞ্চল থেকে আমেরিকাকে বহিষ্কারের জন্য সংগ্রাম করব ঠিকই সেইসঙ্গে শহীদ সোলাইমানি হত্যার বিচারের বিষয়টি নিয়েও ইরান ও ইরাক সরকারকে আইনি পথে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাতে হবে।”

মোহসেন রেজায়ি বলেন, মধ্যপ্রাচ্য থেকে সন্ত্রাসীদের মূলোৎপাটন করে এ অঞ্চলের জনগণের জন্য শান্তিপূর্ণ জীবন উপহার দেয়ার লক্ষ্যে জেনারেল সোলাইমানি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ইরানের এই পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা আরো বলেন, যখন উগ্র জঙ্গি গোষ্ঠী দায়েশকে (আইএসকে) কোনো শক্তি বা সরকারের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছিল না তখন জেনারেল সোলাইমানি এই জঙ্গি গোষ্ঠীকে দমন করেন। সূত্র : পার্সটুডে।